টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে পৌষ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১০ই জানুয়ারী, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

বেচাল হওয়ার বাকি কী ?

জঙ্গিপুর, ৫ই জানুয়ারী—আজ এই এলাকার সাধারণ মানুষের স'মনে একটিই মাত্র চিন্তা—এবারে এই এলাকায় চাষ আবাদ হয় নি, কিন্তু রেশনের পরিমাণ দিন দিন ছাঁটাই হচ্ছে—এ বছরটা যাবে কি ভাবে? শেষকালে কি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হবে?

এদিকে চালের অভাবও ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু একটু কষ্ট করে স্থানীয় প্রশাসক যদি মিঞাপুরে যান, দেখবেন প্রতিদিনই বারাসত, বসিরহাট, নিউ ব্যারাকপুর প্রভৃতি জায়গার খুচরো চাল বিক্রেতারা দশ-বারো ট্রাক করে চাল নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আর এদেরকে পাচারে সাহায্য করছেন স্থানীয় ডিলার, হোলসেলার নামধারী কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী।

আরও একটু অনুসন্ধানের যদি সুযোগ করতে পারেন তবে দেখবেন আগত ডিলারের কাছে চাষীর কাছ থেকে চাল খরিদের বিচ্ছিন্ন প্রমাণপত্র—যার কোন হিসেব এখানে তো নয়ই, গন্তব্যস্থানেও পাওয়া যাবে না। অথচ এইভাবেই নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক জঙ্গিপুরের মুখের গ্রাস কয়েকজন মুনাফাখোরের হীন চক্রান্তে সর্ব্বসাধারণের নাকের উপর দিয়ে প্রকাশ্যে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

ভাঙ্গন পরিদর্শনে সেচমন্ত্রী

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা জানুয়ারী—গত ৩রা জানুয়ারী রাজ্যের সেচমন্ত্রী শ্রীএ, বি, এ, গণি খান চৌধুরী জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ভাঙ্গন পরিদর্শন করে গেলেন। সেচমন্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রামেও গিয়েছিলেন। 'ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন এবং কতদিন নাগাদ এই সর্ব্বনাশা ভাঙ্গন বাঁধা হবে'—গ্রামবাসীদের এই প্রশ্নের জবাবে সেচমন্ত্রী নিরুত্তর থাকেন। পরে তিনি সেখালীপুর হয়ে ফরাক্কা চলে যান। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও স্থানীয় এম, এল, এ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মিঠিপুরে ক্যাম্প খুলে মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু ঐ টাকাগুলো কাজে লাগানো কবে হবে? সর্ব্বনাশা ভাঙ্গনে গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর কি?

পশ্চিমবঙ্গে রেশনে খাদ্য ছাঁটাই

শহরে-গ্রামে মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই

রেশনে খাদ্যের যে বরাদ্দ ছিল, তার পরিমাণ সর্ব্বত্রই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেশননির্ভর মানুষ আর এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। রেশনের চালে বাঙ্গালীর ভাতে পেট ভরে না। গম যার বরাদ্দ চালের চেয়ে বেশি ছিল, দু'বেলার জলখাবার এবং একবেলার (রাত্রের) আহারের চাহিদা মেটাত। সব জড়িয়ে অল্প চাল খোলাবাজার হতে কিনে নিলে কোন রকমে চলে যেত সপ্তাহটা। সেই গমও দারুণভাবে কমে গেল। দুর্গতিও বেড়ে গেল। আটার দর খোলাবাজারে বেড়ে গেছে; অপ্রাপ্যতার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। পৌষ মাস সর্ব্বনাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে; কেন না, চালের দর বেড়ে যাচ্ছে দিনের দিন।

রাজ্য খাদ্যদপ্তর বার বার কেন্দ্রের কাছে বরাদ্দ না কমাবার অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কাজের কাজ হল না। হালফিল খবর হল, অতিরিক্ত গম সরবরাহের জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে যে অনুরোধ করেছেন, তার সম্পর্কে বিবেচনা করবার সম্ভাবনা (লক্ষণীয় ঃ জরুরী হিসাবে নয়) আছে। খাদ্যে ঘাটতি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যত্রও আছে। আর সে সব জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ না হলে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। মানুষকে অভুক্ত রেখে বিচার-বিবেচনা করা হবে, 'ন্যায্য' দাবী পূরণ করা হবে—ইত্যাদি টালবাহানা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারে না। এ আশ্বাস পেলেও মনে রাখা দরকার যে, খরাক্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গে ধান নেই; গমের ফলনও হবে না বৃষ্টি নেই, সেচের জল নেই বলে। তাই এ রাজ্যের মানুষ রেশনকেই সম্বল করে আছেন।

বি. এ., বি. এসসি পার্ট ওয়ানের ফলাফল

জঙ্গিপুর কলেজের বি. এ., বি. এসসি পার্ট ওয়ানের ফলাফল—কলা বিভাগে মোট ২৩৮ জনের মধ্যে কৃতকার্য্য হয়েছেন ৯ জন। বিজ্ঞান বিভাগে মোট ১২৪ জনের মধ্যে কৃতকার্য্য হয়েছেন ৪০ জন। মোট ২৪ জন অনার্স পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন অনার্স পেয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে পৌষ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

কান্নাহাসির দোল দোলান ইডেনের এ পালা

ইডেন গার্ডেন্‌স্—স্বর্গোদ্যান। আনন্দ ও দুঃখের দোলা ছিল সেখানে। আদম-ঈভের সেই ইডেন পরিণামে আনিয়াছিল দুঃখ। এই যুগের ইডেন দিয়াছে এক দলকে আনন্দোল্লাস বিজয়ের, বিজিতকে দিয়াছে বোধ হয়, দুঃখ নয়, প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধের আনন্দ। দুই ইডেনে কত তফাৎ।

বৃহস্পতিবার হাতে ছয়টি উইকেট এবং ৮৭ রাণের ব্যবধান লইয়া ইংলণ্ড দলে বিরাট ভরসা। মাঠে নামিলেন গত দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান টনি গ্রীগ ও অ্যালান নট। গত দিনে ১৭ রাণের মাথায় ৪টি উইকেট পড়িলে ভারত-দল বুঝিলেন, দর্শকেরা জানিলেন, লক্ষ লক্ষ রীলে-শ্রোতারা ভাবিলেন—জয় 'নহে ত দূর'। কিন্তু এই ব্যাটসম্যান দুইটি যেন জয়দ্রথ; বেদী, চন্দ্রশেখর, প্রসন্ন—ধুরন্ধর যোদ্ধারা বার বার বিমুখ হইতেছেন তাঁহাদের কাছে।

ভারতীয় বোলারেরা নাস্তানাবুদ, ভারতীয় ক্রিকেট দল কোণঠাসা গ্রীগের ব্যাটিংএ। সেই গ্রীগ চন্দ্রশেখরের বলে এল. বি. ডব্লু হইয়া ফিরিয়া গেলে আশার সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভারত যেন উজ্জীবিত হইল। ইহার ১৭ মিনিট পর চন্দ্রশেখরের বল অ্যালান নট উঁচু করিয়া মারিলে দুরানি তাহা দর্শনীয়ভাবে লুফিলেন। আশা-নিরাশার পালা উভয় দলেই চলিল। মাইক ডেনেস চন্দ্রশেখরের গুগ্‌লি বলে ৩২ রাণে ফিরিলেন। রাণের ব্যবধান আর ৬৮; হাতে আরও তিনটি উইকেট। কী হয় কী হয় ভাব। আধ ঘণ্টা পরে বেদীর বলে বেদীরই ক্যাচে পোককের পতন। আণ্ডারউড বেদীর বলে অধিনায়ক ওয়াড়েকরের বিরল দর্শন ক্যাচে বলি হইলেন।

শেষ অঙ্কে কট্টাম ও ওলড। ওলড কিন্তু নাচেই, তিনি বোলিং ও ব্যাটিংএ তারুণ্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। ভারতীয় ফিল্ডারদের সৌজন্যে ও দাক্ষিণ্যে ইঁহারা উইকেটে থাকিয়া রাণের ব্যবধানকে কমাইতে কমাইতে ২৮এ লইয়া আসেন। চন্দ্রশেখরের বলে কট্টাম এল বি ডব্লু হইলে যবনিকা পতন হইল।

ভারতীয় দল উল্লাসে মাতোয়ারা, উদ্দীপনা সারা ভারতের শিশু-বালক-তরুণ-তরুণী-প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং ক্রিকেট বুঝে না এমনতর লোকেরও মনে। ইহাই বোধ হয়, ভারতীয়ত্ব।

ইডেনে টেষ্ট নাটকের দুই অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যের একদিকে দুই নায়ক—চন্দ্রশেখর মোট ৯টি উইকেটে ও বেদী মোট ৭টিতে। দুই প্রতিনায়ক—টনি গ্রীগ দুর্বার ব্যাটি ও মারাত্মক বোলিংএ এবং ওলড যিনি দুই অঙ্কেই নট আউট এবং ব্যাটিং ও বোলিংএ যিনি সব্যসাচী।

॥ সিমেণ্টপর্ব ॥

আগের দিনের মত এখন চুণ ও সুড়কির পোক্ত কাজ দেখা যায় না। চুণ ও সুড়কিতে নানা জঞ্জাল এবং তাহার দ্বারা কাজও সময়সাপেক্ষ বলিয়া, সর্বোপরি সিমেণ্টে কাজ করা সহজ এবং সময় বাঁচায় বলিয়া আজকালকার রাজমিস্ত্রীরা সিমেণ্টেই অভ্যস্ত; চুণ-সুড়কির কাজে অনীহা দেখান।

পশ্চিমবঙ্গে সিমেণ্টের চাহিদা মিটে বিহার ও উড়িষ্যার সরবরাহে। রেলপথে ইহার আমদানী চলে। বর্তমানে এই রাজ্যে সিমেণ্টের আমদানী অত্যন্ত অনিয়মিত। সিমেণ্ট কোম্পানীগুলি রেল-ওয়াগন পান না বলিয়া উপযুক্ত সরবরাহ দিতে পারেন না। রেলমন্ত্রক ও ভারত সরকার বলেন যে, সিমেণ্টের জন্য উপযুক্ত-সংখ্যক রেলওয়াগন বরাদ্দ করা হইয়াছে। অথচ সিমেণ্ট কোম্পানীর বিপরীত অভিযোগ।

প্রশ্ন এই যে, পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়াগন শিল্পে উন্নত হইলেও ইহার অভাব কেন? তাহার উত্তর এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে পর্যাপ্ত অর্ডার দেন না, অন্যত্র দেন। ফলে রাজ্যের একটি বড় শিল্প মরিতে চলিয়াছে। আর সিমেণ্ট পাওয়ার ব্যাপারে ওয়াগনের কমতি থাকায় রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত দরে সিমেণ্ট মিলে না। চাহিদা প্রচুর থাকায় সিমেণ্টের কালোবাজার হইতেছে যাহা অন্যান্য রাজ্যে নাই। একধারে কেন্দ্রীয় নীতির ফলে রেলওয়াগন শিল্পের ক্রমউৎসাদন, অন্যধারে সিমেণ্টের অপ্রাপ্তি—ইহা কাজের কথা নয়।

রাজ্যের কর্ণধারেরা বহুবার দিল্লীর মুখ দেখিতেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহাদের মুখ না খুলিলে কেবল বিরোধীদলগুলির নিন্দায় সে মুখে খই ফুটিলে রাজ্যবাসী কি আশ্বস্ত হইতে পারেন?

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

॥ কুল রক্ষা ॥

বিক্রমপুরের জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ স্বীয় তিনটী অতিক্রান্তযৌবনা কন্যাকে এক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া কুল রক্ষা করিয়াছেন। পত্নীত্রয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পতিরও বড়। শ্রীমান জামাতা বাবাজি বিবাহের দিন কয়েক পরেই চিতাশয্যা গ্রহণ করিয়া পত্নীত্রয়ের একাদশীর সুব্যবস্থা করেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ
১৯শে শ্রাবণ, ১৩২২/ইং ৪/৮/১৫

॥ ভাগীরথীর ভাঙ্গন ॥

(এখন ধূ ধূ বালুচর)

জঙ্গিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী সুজাপুর গ্রামে মা ভাগীরথী প্রবল স্রোতে অনেকের ঘরবাড়ী গ্রাস করিতেছেন। সুজাপুর গ্রামবাসী অনেকেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জঙ্গিপুর আদালতের সেরেস্তাদার মুন্সী বসিরুদ্দিন সাহেবের পোক্তা বাড়ীখানি বোধ হয় আর থাকে না।

জঙ্গিপুর সংবাদ
২৬/৪/২২, ইং ১১/৮/১৫

জি, আর, টি, আর চাই

মির্জাপুর, ৫ই জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ থানার মির্জাপুর অঞ্চল অঘোষিত খরা অঞ্চল। এই অঞ্চলে বর্ত্তমানে জি, আর ও টি, আর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ লোকের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। অনেকে একবেলা খেয়েও দিন কাটাচ্ছেন। বর্ত্তমানে মির্জাপুর হ'তে অনুপপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটির Special Emplyment এ কাজ হচ্ছে সেখানেও সীমিত মজুরের কাজ হচ্ছে। ফলে এতদঞ্চলের জন্য সরকারী তরফ হ'তে জি, আর ও টি আর সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা জানুয়ারী—গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের কর্মী শ্রীতারাপদ প্রামাণিক আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মহকুমা-শাসকসহ ঐ অফিসের কর্মিগণ শ্মশানে গিয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

কিশলয় গণিত বাদ

জঙ্গিপুর পৌরসভাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর পুস্তক তালিকায় কিশলয় গণিত ২য় ভাগ বাদ পড়েছে। এ বিষয় কি এবার পড়ান হবে না?

বিজ্ঞপ্তি ঃ গ্রাম বাংলার পটভূমিকায় অনধিক তিনশ' শব্দের গল্প নিয়ে 'জোনাকি'র আগামী সংকলন প্রকাশিত হবে। ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে এই ঠিকানায় লেখা পাঠান: নিমাই সাহা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ জেলা: মুর্শিদাবাদ।

ট্রাকের চাকায় পথচারী পিষ্ট

ধুলিয়ান, ২রা জানুয়ারী—আজ সন্ধ্যায় ৩৪নং জাতীয় সড়কের কাঁকুড়িয়া মোড়ে কলিকাতাগামী একটি পাট বোঝাই ট্রাকে চাপা পড়ে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি মারা গিয়েছে। ট্রাকটি ধরা পড়েছে। এতদঞ্চলে রাস্তা ছোট হওয়ায় এবং গাড়ী চালকদের অসাবধানতায় প্রায়ই এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটছে।

ধুলিয়ানে মাতৃ-সেবাসদন স্থাপনের প্রচেষ্টা

ধুলিয়ান, ১লা জানুয়ারী—গত ৩১শে ডিসেম্বর ধুলিয়ানের কয়েকজন চিকিৎসক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রীসুধীরকুমার সাহার প্রতিনিধিত্বে জেলা-শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ মহাশয়ের সাথে ধুলিয়ানে একটি প্রসূতিসদন স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। জেলা শাসক শ্রীঘোষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ থাকে যে ধুলিয়ানে অনুপপুর নামক স্থানে সরকার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণকার্য্য অগ্রগতির পথে।

ঘুষ নেওয়ার সময়

বাহাগলপুর, ৩রা জানুয়ারী—আজ এই গ্রামে উমরাপুর অঞ্চল প্রধান কার্য্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ ও এই অঞ্চলের ট্যাক্স কালেক্টার মহঃ ফরিজুদ্দিন সেখ রেশন কার্ড বিলি করার সময় প্রতিটি কার্ড পিছু গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এক টাকা নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে গ্রামের চিকিৎসক ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্ত ও উত্তরপাড়া গ্রামসভার অধ্যক্ষ মহঃ সুরেশ সেখ ঘটনাস্থলে যান ও শ্রীঘোষকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁরা সতেরটি রেশন কার্ড বণ্টন করে ১৭ টাকা আয় করেন। পরে তাঁরা সে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন। স্মরণ থাকে যে প্রায় ছয় মাস যাবৎ উমরাপুর অঞ্চলের প্রধান মহঃ খাইরুল হক শুধু সইয়ের অজুহাতে যে ছিয়াত্তরখানি রেশন কার্ড আটকে রেখেছিলেন এই কার্ডগুলি তারই অন্তর্গত।

শেষ সংবাদ

ভতঃ ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ

খাদ্য পরিস্থিতির শেষ সংবাদ এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এ মাস ত নয়ই, আগামী ফেব্রুয়ারীতেও এ রাজ্যকে গম দেওয়ার কিনারা করতে পারবেন বলে মনে হয় না; কারণ নাম-না-বলা দেশ থেকে গম বোঝাই জাহাজ বঙ্গসিন্ধুর কিনারায় কি নাগাদ পৌছবে বলা যাচ্ছে না।

বাসের ছাদ থেকে পড়ে যুবক আহত

ধুলিয়ান, ২রা জানুয়ারী—গত ২৭শে ডিসেম্বর মিঞাপুরে বহরমপুর—ফরাক্কাগামী বাসের ছাদে বসা এক যুবক গাছের ডালে আঘাত লেগে পড়ে যায় এবং প্রচণ্ড-ভাবে আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু সেখানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে অন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়।

বাসের ছাদে থাকার দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থা বন্ধ হয় না কেন?

চোরাকারবারীদের উৎপাত

নিমতিতা, ২রা জানুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমার গঙ্গা-তীরবর্ত্তী এলাকায় বে-আইনীভাবে মাল আমদানী-রপ্তানী লেগেই আছে। পুলিশীসূত্রে জানা যায় গত ২৬-১২-৭২ রাত্রি ৮টার সময় হাসনপুর ক্যাম্পের টহলদার বাহিনী বাংলাদেশে পাচার করবার সময় ভাল জাতের ১৫টি গরু আটক করে এবং ২ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করেছেন। ২৮-১২-৭২ নিমতিতা ক্যাম্পের টহলদার বাহিনী প্রায় ৫ হাজার টাকার সুতা, কলাই সমেত বাংলা-দেশের ৩ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করেছেন। ৩১-১২-৭২ রাত্রি ২টার সময় নিমতিতা সেকটরের বি, এস, এফ পার্টি বাংলাদেশের ২ জন চোরাকারবারী সমেত চার হাজার টাকার চামড়া, পাট আটক করেছেন।

পৌষ মেলায় প্রথমবার

(২)

(আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি)

সকালের কুয়াশা তখনও কাটেনি। ঐ আলো-আঁধারিতেই প্রচুর লোক সমবেত হয়েছেন ছাতিমতলায়—শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসবে। উপাসনা পরিচালনা করছেন উপাচার্য শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। যে ছাতিমতলায় ধ্যানের আসন পেতেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সেখানেই আজ প্রত্যুষে উৎসবের জোয়ার বইছে নানা ধর্মের নানা রং-এর লোকের অতিসান্নিধ্যে। উপাসনা শুরু হল 'মন জাগো মঙ্গল লোকে' এবং যবনিকাপাত ঘটলো 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর' গান দু'খানি দিয়ে। অদূরেই কোথা থেকে যেন সানাই-এর সুর ভেসে আসছে, মন ক্রমশই অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপাচার্য বললেন—এই শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতাকে যেন প্রশ্রয় না দেন এবং তাঁদের তেজ ও দীপ্তি কখনো ম্লান হতে না দেন। সভামুখ্য শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র বললেন—এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এখানকার বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেন, কেন না তাঁরা গুরুদেবের আশ্রমের প্রতিনিধি। ওঁদের কথাগুলো শুনতে আমার খুব ভালো লাগলো। কারণ তাঁদের ভাষণে অন্যান্য জায়গার মত রাজনীতির নোংড়া ছোঁয়াচ নাই। সত্যিই এঁরা গুরুদেবের যোগ্য প্রতিনিধি।

এবারে ঘটনার কথায় আসা যাক। কোনরকম ভনিতা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমি বাস্তবে যা দেখি বা শুনি সোজাসুজি তাই লিখি। কাজে কাজেই আমার লেখা একমাত্র এই ঘটনাটা পড়ে আমাকে যেন কেউ দোষারোপ করবেন না। বাড়ী ফেরার জন্য আমি আর আমার বন্ধু এগিয়েছি, এমন সময় দেখি বোম্বাই এর ফিল্মী মার্কা অদ্ভুত (কিম্ভুত ?) পোষাকে সজ্জিতা জনৈকা অষ্টাদশী আধুনিকা রাস্তা দিয়ে সলজ্জভাবে, কখনও বা থমকে, আবার কিছুটা বা অপ্রতিভভাবে পায়ে পায়ে পৌষ মেলার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। কাছে আসতেই কতকগুলো 'হিপি' টাইপের ছেলের কর্কশ কণ্ঠে রাম-কৃষ্ণের আধুনিক ভজন ভঙ্গিমায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। তখনই বুঝলাম ছেলেরা কেন মেয়েদেরকে টিটকিরি মারে। কিন্তু আমি তো এখানে ঐ দৃশ্য দেখবো বলে আশা করিনি! হয় তো গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে একদিন এদেরও রুচিবোধ ফিরবে।

ষ্টেশনে আসতেই একজনকে বলতে শুনলাম, "এবার কোনরকম গণ্ডগোল নাই বলে গতবারের চেয়ে অনেক বেশী দর্শনার্থী এসেছেন।" বুঝলাম গতবার বীরভূম ছিল নকশালদের তথাকথিত 'মুক্ত এলাকা'। কিন্তু এই শান্তি-নিকেতনের বুকে ওঁদের অত্যাচারে কলঙ্কিত হয়েছেন ওঁরা নিজেরাই—শান্তির নীড়ে কলঙ্কের কালিমাটুকুও লাগেনি। মহর্ষিদের পবিত্রতায় সব ধুয়ে মুছে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম। পথিমধ্যে বেতারে ঘোষকের কণ্ঠে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতের প্রথম টেষ্টে আমাদের পরাজয়ের কথা শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ভাবলাম, একটু আগেই আমি ভারতের অধ্যাত্মরূপ প্রত্যক্ষ করে এলাম। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বলীয়ান ভারত থেকে এ কোন্ ভারতে এলাম—এ ভারত তো সে ভারত নয়! (শেষ)

বাটখারা পরীক্ষা হয় না কেন ?

প্রায় দেড় বৎসর হল জঙ্গিপুরের ওয়েট এ্যাণ্ড মেজারমেণ্ট কর্তৃপক্ষ সাগরদীঘির ব্যবসায়ীদের বাটখারা চেক করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এমনভাবে সীসা লাগিয়েছিলেন যা কিছুদিনের মধ্যেই খুলে গিয়েছে। ফলে বাটখারার ওজন কমে গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁরা বাটখারাগুলো চেক করতে একবারও আসেননি, যদিও মাঝে মাঝে চেক করার নিয়ম আছে। এঁদের কর্ত্তব্য পালনে গাফিলতি আর কতদিন চলবে ?

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

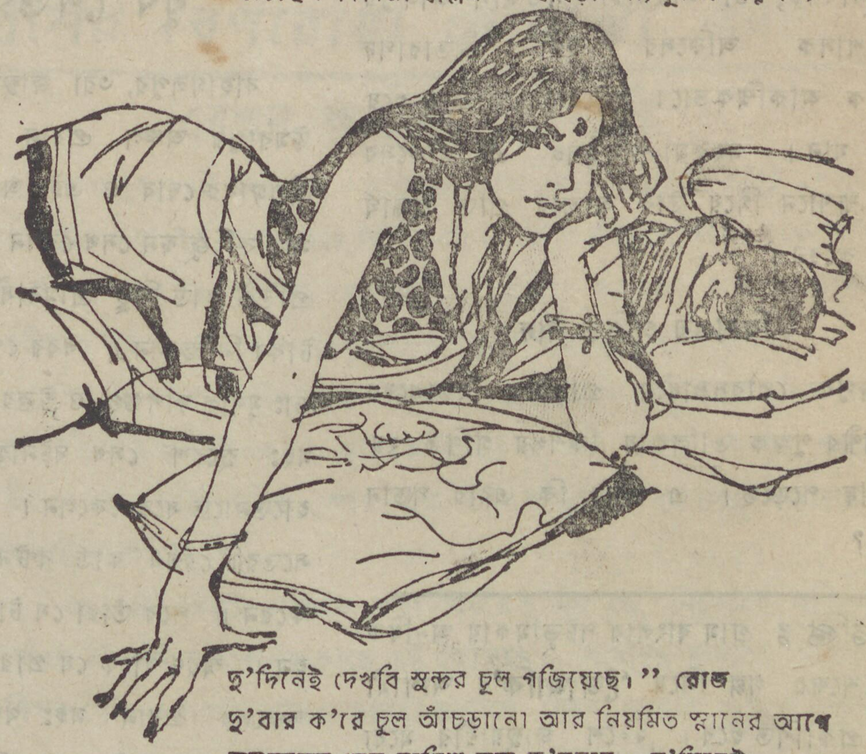

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

ভুট্টো বলেছেনঃ ভারতের সঙ্গে হাজার বছরের লড়াই রূপক অর্থে বলেছিলাম।

—সিমলায় এসে যে রূপে ভোলালে
স্বস্থানে ফিরে সে রূপে ভোগালে ;
জনাব! কোন্‌টি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ দূত সংসদ সদস্য শ্রীবি, আর, ভগত আসাম থেকে চলে আসা বাঙ্গালী ছাত্রদের সেখানে ফিরবার জন্যে বার বার আবেদন জানান সত্ত্বেও এবং অসমীয়া ছাত্রেরা তাঁকে বাঙ্গালী ছাত্রদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বললেও বাঙ্গালী ছাত্রেরা নাকি আশ্বস্ত হতে পারেননি।

—ভগত দূত ঝটিতি আওত
কহত—বাঙ্গালী শুন।
আসামক সব শান্ত নীরব,
ফিরহ তথাহি পুন॥
কৈসে যাওব কহাঁ বা ঠারব,
বঙ্গালী ভাবত জোর।
তথি যদি যাউঁ শমনকো পাউঁ
দুখের নাহিক ওর॥
পরাণ কেবল হেথা আনলে
ধনমান সেথা গেল।
বিপাক বিষম বজর হি সম
ভগত বচন ভেল॥

খরাত্রাণে সরকারী প্রয়াস

মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক খরা পীড়িত এলাকায় ১, ৩৪, ৩২০ জন লোকের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। চলতি আর্থিক বৎসরে ২১,০৫,৪০০ টাকা ব্যয়ে ৩০টি ক্র্যাশ-স্কীম মঞ্জুর করেছেন। তার মধ্যে ২৫টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এগুলি হল—৮টি ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্প, ১৬টি গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার প্রকল্প এবং ১টি পলু চাষ প্রকল্প। ৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সাগরদীঘি, নবগ্রাম, কান্দী, লালগোলা ও অন্যান্য থানার খরা পীড়িতদের ত্রাণে এখন পর্যন্ত ৪,৩১,৬৭২ টাকা ৩১ পয়সা খরচ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার খরা পীড়িতেরা এই প্রকল্পগুলিতে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন।

রজত-জয়ন্তী পূর্তি উৎসব

সাগরদীঘি, ২রা জানুয়ারী—আজ সাগরদীঘি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী পূর্তি উৎসব পালন করা হয়।

১৯৪৮ সালের ২রা জানুয়ারী এই বিদ্যালয় স্থানীয় জনসাধারণ এবং কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁরা আর্থিক সাহায্য দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পরলোকগত রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ছিলেন অন্যতম। তাঁর নামেই এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গত ললিতমোহন ঘোষ। তাঁর পরেই স্থানীয় জনসাধারণ পেয়েছেন অপর একজন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষককে তিনিই হলেন শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় নিঃস্বার্থভাবে এখনও ঐ পদকে অলঙ্কৃত করে রেখেছেন। এই বিদ্যালয়ের সুনামের পক্ষে তাঁর অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আজ পরলোকগত রায় বাহাদুর সহ অন্যান্য কর্মীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, শ্রীতারাপদ দাস বিশ্বাস, শ্রীগিয়াসুদ্দিন মীর্জ্জা প্রমুখ। বিগত ২৫ বৎসর ধরে এই থানায় নিরক্ষরতা দূর করতে এবং শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে এই বিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য—এই কথাটিই ছিল বক্তাদের মূল বক্তব্য। আমরাও এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চলছে—চলবে (?)

সাগরদীঘি, ৬ই জানুয়ারী—চলতি মরশুমে এখানে অখাদ্য আটা, সরষের তেলের নামে শেয়ালকাঁটার খাঁটি তেল (!), ভেজাল মশলা, মাটি মেশানো সার অবাধে বিক্রী হচ্ছে। এখন সার এবং গমের অভাবে ব্যবসায়ীরা ক্রমশই ফুলছেন। মাননীয় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহাশয়ের জেগে ঘুমানোর কথা এর আগে 'জঙ্গিপুর-সংবাদ'-এর পাঠকেরা পড়েছেন। তাঁর সেই ট্রাডিশন সমানে চলে আসছে। বাজারে যত খারাপ জিনিস বিক্রী হবে, পরিদর্শক মহাশয়ের আর্থিক সংকট ততই লাঘব হবে—কিন্তু কেন?

পাইপ-গান ও কার্ত্তুজ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা জানুয়ারী—গত ৩রা জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ সম্প্রতি ধৃত দুর্বৃত্ত দিলীপ রায় প্রমুখর জবানবন্দীর ভিত্তিতে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীদ্বারিকাপ্রসাদ ভকতের বাগান হতে একটি ১৮" পাইপ-গান ও পাঁচটি ৩০৩ রাইফেলের কার্ত্তুজ উদ্ধার করেন।